হারানো শৈশব

BSAF

এন্ডিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ প্রকল্পাধীন বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের ত্রৈমাসিক নিউজলেটার বর্ষ : ১, সংখ্যা : ১, এপ্রিল-জুন ২০১৬

সম্পাদকীয়

দাতা সংস্থা টেরে ডেস হোমস নেদারল্যান্ডস এর আর্থিক সহায়তায় ৫টি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত কনসোর্টিয়াম জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ৩-বৎসর মেয়াদী এন্ডিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ (ইসিএলবি) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। কসসোর্টিয়ামভূক্ত সংস্থাগুলো হচ্ছেঃ উদ্দীপন (কনসোর্টিয়াম লীড), বিএসএএফ, ভার্ক, এসএসএস ও সীপ। কসসোর্টিয়ামভূক্ত সংস্থাগুলো শিশুশ্রম নিরসনকল্পে প্রকল্পাধীন যেসব গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে, তার সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা সংবলিত এই নিউজলেটারটি প্রতি ৩-মাস অন্তর প্রকাশিত হবে। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ) নিউজলেটারটি প্রকাশ করবে। সরকারের তরফে প্রকল্প ছাড় করতে বিলম্বের কারণে জানুয়ারি-মার্চ ২০১৬ সংখ্যাটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। নিউজলেটার প্রকাশের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে প্রকল্পাধীন কার্যক্রমসমূহ কোথায় কি হচ্ছে, কারা করছে, অগ্রগতি ও সাফল্য ইত্যাদি তুলে ধরা, পারস্পরিক যোগাযোগ ও সমন্বয় এর মাধ্যমে ইসিএলবি প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহের গুনগত মান বৃদ্ধি করণে অবদান রাখা। সর্বোপরি শিশুশ্রম নিরসনে বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত এই প্রকাশনার মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া। এপ্রিল-জুন অর্থাৎ প্রথম সংখ্যাটি সময় স্বল্পতা ও অনেক সীমাবদ্ধতার মাঝেও সময়মতো প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। সকলের সহযোগিতায় পরবর্তী সংখ্যাগুলো আরো সুবিন্যস্ত হবে আশা করি।

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ)

আমাদের শিশুরা কতটা নিরাপদ

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৫% শিশু। এই শিশুরা সর্বত্রই বিভিন্ন ধরণের নির্যাতন, বৈশম্য, এমনকি ধর্ষণ ও খুনের শিকারও হচ্ছে। শিশু নির্যাতনের ধরণ ও তার সংখ্যা বা প্রবনতা ইত্যাদি পরিবীক্ষণ, বিশ্লেষণ ও গবেষণা করা বিএসএএফ এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। দেশী-বিদেশী বহুসংস্থা ও প্রতিষ্ঠান, বিদেশী দুতাবাস, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, সুশিল সমাজসহ অনেকেই বিএসএএফ-এর এই গবেষণা প্রতিবেনকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। ২০১৬ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন) শিশু অধিকার পরিস্থিতির প্রবনতা (Trend) উপলব্ধি করার সুবিধার্থে প্রথম প্রান্তিকের (জানুয়ারি-মার্চ) চিত্রটিও এখানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, জাতীয় ১০টি দৈনিকে প্রকাশিত শিশু অধিকার লংঘনের সংবাদ পরিবীক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং গবেষণা করে নিম্নের উপাত্ত সমূহ সংগৃহিত ও সন্নিবেশিত হয়েছে।

শিশু নির্যাতনের ধরণ	জানুয়ারি - মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	এপ্রিল-জুন মোট	হ্রাস/ বৃদ্ধি (%)
ধর্ষণ	৯৬	৪২	৪৪	৩৯	১২৫	৩০.২০%
হত্যা	৭৫	১৯	২৪	১৮	৬১	-১৮.৬৭%
আত্মহত্যা	৩২	৯	১৯	৮	৩৬	১২.৫%
অপহরণ	৭০	২২	৩	১০	৩৫	-৫০%
অপহরণের পর উদ্ধার	৪৮	১৯	৩	৮	৩০	-৩৭.৫%
অপহরণের পর হত্যা	০৯	১	০	০	১	-৮৮.৮৯%
নিখোঁজ	৪৬	১৪	৬	৭	২৭	-৪১.৩০%
নিখোঁজ পরবর্তী মৃত অবস্থায় পাওয়া	১৯	৪	৪	৫	১৩	-৩১.৫৭%
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক নির্যাতনে আহত	১১৬	৫০	৬	১	৫৭	-৫০.৮৬%
নির্মম পিতা-মাতার হাতে নিহত	১৬	৭	৪	২	১৩	-১৮.৭৫%
শারীরিক নির্যাতন / পিটিয়ে নির্যাতন	২৬	৮	৭	২	১৭	-৩০.৬১%
পিটিতে নির্যাতন করে হত্যা	০৫	০	৪	২	৬	২০%

২০১৬ সালের প্রথম ৬ মাসে উল্লেখযোগ্য শিশু নির্যাতনের ঘটনাগুলো হলঃ হত্যা, ধর্ষণ, নিখোঁজ পরবর্তী মৃত অবস্থায় পাওয়া, বাবা মায়ের হাতে নিহত হওয়া এবং শারীরিক নির্যাতন যেমন চুরির অপরাধে পিটিয়ে নির্যাতন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পিটিয়ে নির্যাতন।

BSAF SEEP VERC UDDIPAN

২০১৬ সালের প্রথম ৬ মাসে ১৩৬ টি শিশু হত্যা করা হয়েছে যার মধ্যে ৩২ টি শিশুকে নিখোঁজ পরবর্তী সময়ে হত্যা করা অবস্থায় লাশ উদ্ধার করা হয়েছে, ১০ টি শিশুকে অপহরণের পরে মুক্তিপণের জন্য হত্যা করা হয়েছে, ২৯ টি শিশু বাবা-মায়ের হাতে হত্যার শিকার হয়েছে এবং ১১ টি শিশুকে পিটিয়ে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। ২০১৬ সালের প্রথম ৬ মাসে বাবা মায়ের হাতে শিশু হত্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। হত্যার ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে, বাবা মায়ের মধ্যে পারিবারিক কলহ/বিরোধের সূত্র ধরে অবুঝ শিশুকে খুন করা হয়েছে। আবার শিশুকে বিষ খাইয়ে বা গলায় ফাঁস দিয়ে খুন করে বাবা/মায়ের আত্মহত্যার প্রবণতাও ছিল লক্ষণীয়।

২০১৬ সালের প্রথম ৬ মাসে ২২১ টি শিশু ধর্ষিত হয়েছে যাদের মধ্যে ৩২ টি শিশুকে গণধর্ষণ করা হয়েছে এবং ২১ টি প্রতিবন্ধী শিশুকে ধর্ষণ করা হয়েছে।

২০১৬ সালে জুন পর্যন্ত ১০৫ টি শিশু অপহরণের ঘটনা পাওয়া গিয়েছে যাদের মধ্যে ৭৮টি শিশুকে অপহরণের পর আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর দ্বারা উদ্ধার করা গিয়েছে কিন্তু ১০ টি শিশুকে অপহরণের পরে মুক্তিপণের জন্য হত্যা করা হয়েছে।

২০১৬ সালের প্রথম ৬ মাসে ৭৩ টি শিশু নিখোঁজ হয় যাদের মধ্যে ৩২ টি শিশুকে অজ্ঞাত দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা হত্যা করা অবস্থায় পাওয়া যায়। এছাড়াও ১৭৩ টি শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি / নির্যাতনের শিকার হয়েছে এবং ৪৩৫ টি শিশুকে পিটিয়ে নির্যাতন করে আহত করা হয়েছে।

ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন: টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং করণীয় শীর্ষক জাতীয় আলোচনা সভা

শিশুশ্রম বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান সামাজিক সমস্যা। জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ ২০১৩ অনুযায়ী বাংলাদেশে ১৭ লাখ শিশু শ্রমে নিয়োজিত রয়েছে যাদের মধ্যে ১২ লাখ ৮০ হাজার শিশু নিয়োজিত রয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে। ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ ঘোষিত টেঁকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় ২০২৫ সালের মধ্যে সব ধরণের শিশুশ্রম নিরসনের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যা শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি দৃঢ় অঙ্গীকার। বাংলাদেশে শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে দাতা সংস্থা টেরে ডেস হোমস নেদারল্যান্ডস এর আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম, উদ্দীপন, ভার্ক, এসএসএস এবং সীপ একটি কনসোর্টিয়াম গঠন করে শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম দাতা সংস্থা টেরে ডেস হোমস নেদারল্যান্ডস এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর সহায়তায় বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনঃ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং করণীয় শীর্ষক জাতীয় আলোচনা সভার আয়োজন করে ১৯ এপ্রিল ২০১৬ ঢাকার ব্র্যাক সেন্টার অডিটোরিয়ামে। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় পতিমন্ত্রী মো. মুজিবুল হক, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর তোফায়েল আহম্মেদ, ডিরেক্টর- গভর্নেন্স, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ নাজমুজ্জামান ভুঁইয়া এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সভার প্রারম্ভে অভ্যাগত অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে ও আলোচনা সভাটি আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন বিএসএএফ-এর পরিচালক আবদুছ সহিদ মাহমুদ। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের চেয়ারপারসন এবং শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্প কনসোর্টিয়াম লিড মো. এমরানুল হক চৌধুরী।

উক্ত সভার প্রধান অতিথি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় পতিমন্ত্রী মো. মুজিবুল হক, এমপি বলেন, বাংলাদেশ সরকার শিশুশ্রম নিরসনের জন্য আইন প্রণয়ন, আইএলও কনভেনসন স্বাক্ষর করা, সাম্প্রতিককালে গৃহকর্মীদের জন্য নীতিমালা অনুমোদন করা সহ অসংখ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। এখন শুধু প্রয়োজন আমাদের সকলের আন্তরিকতা। আমাদের সকলকে অঙ্গীকার করতে হবে যে আমরা কোন শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ করব না।

উক্ত আলোচনা সভায় বক্তারা ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন এর জন্য শিশু বাজেট বৃদ্ধি করে শিশুর জন্য সেফটিনেট প্রকল্প বৃদ্ধি, টেঁকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বাজেট বরাদ্দ, শিশু শিক্ষা খাতে ভর্তুকি বৃদ্ধি, শিশু শিক্ষার গুনগত মান বৃদ্ধি সহ শিশুশ্রম নিরসনে কারখানা পরিদর্শন বাড়ানো এবং শিশুর জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান বাড়ানোর ব্যাপারে মত প্রকাশ করেন।

চাইল্ড লেবার প্রোগ্রামিং এর উপর বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম এন্ডিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ৫টি সংস্থার ১৩জন প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাদের চাইল্ড লেবার প্রোগ্রামিং এর উপর বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ দিয়েছে। ৫দিন ব্যাপী এ প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি ৯-১৩ এপ্রিল ঢাকায় উদ্দীপন কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষক ছিলেন বিএসএএফ প্রশিক্ষক পুলের সদস্য এম. এ. রশিদ, ভারতী বসু এবং নার্গিস আক্তার।

জাতিসংঘ শিশু অধিকার কমিটির সমাপনী অভিমত ২০১৫

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম জাতিসংঘ শিশু অধিকার কমিটির কাছে প্রেরিত ৫ম প্রতিবেদনের সমাপনী অভিমত বাংলায় অনুবাদ করে উক্ত প্রতিবেদনের উপর ২৭ এপ্রিল ২০১৬ ঢাকায় সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। উক্ত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টেরে ডেস হোমস নেদারল্যান্ডস-

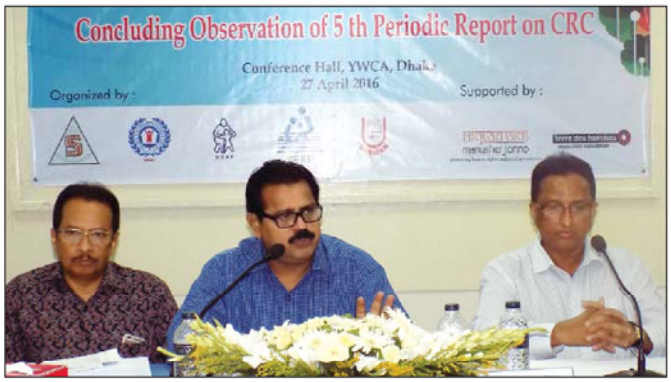

এর কান্ট্রি ডিরেক্টর মাহমুদুল কবীর এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মো. ঈস্রাফিল আলম, এমপি। উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে ও আলোচনা সভাটি আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন বিএসএএফ-এর পরিচালক আবদুছ সহিদ মাহমুদ। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের চেয়ারপারসন এবং শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্প কনসোর্টিয়াম লিড মো. এমরানুল হক চৌধূরী।

সমাপনী অভিমতে জাতিসংঘ শিশু অধিকার কমিটির উদ্বেগ প্রসঙ্গে মো. ঈস্রাফিল আলম, এমপি বলেন, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা এগুলো সবসময়ই থাকবে। সময় এবং সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন নতুন উদ্বেগ যুক্ত হবে। কিন্তু আমাদের সব সময় একটা মান বজায় রাখতে হবে। শিশু নির্যাতন কমাতে হবে এবং শিশু নির্যাতন যাতে না বাড়ে সেদিকে সকলের নজর রাখতে হবে। রাজনৈতিক কর্মে শিশুদের ব্যাবহার কমেছে কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তিতে শিশুদের ব্যবহার বেড়েছে। সুতরাং শুধু সরকার নয় সমাজের সকলকে এসব ব্যাপারে সোচ্চার হতে হবে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের সংরক্ষিত ধারা সম্পর্কে তিনি বলেন, বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামো এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের কথা মাথায় রেখে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের কিছু কিছু ধারা সংরক্ষণ করা হয়েছে যার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাহমুদুল কবীর বলেন, সমাপনী মন্তব্যে জাতিসংঘ শিশু অধিকার কমিটি যেসব বিষয় উল্লেখ করেছে তা অনুসরণ করা সরকারের নৈতিক দায়িত্ব, আবার বেসরকারি সংগঠনসহ সমাজের অন্য সবারও দায়িত্ব কম নয়। বাংলায় অনুবাদ করা বিএসএএফ এর প্রকাশিত এই পুস্তিকাটি না পড়লে বুঝা সম্ভব হবে না জাতিসংঘ শিশুদের ব্যপারে কি কি করতে রাষ্ট্রকে তাগিদ দিয়েছে, আমাদেরইবা কার কি করা উচিত।

উক্ত আলোচনা সভায় বক্তারা বাংলাদেশে সামগ্রিক শিশু অধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে শিশুদের জন্য একটি পৃথক অধিদপ্তর গঠন, শিশু আইন ২০১৩ এর পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং শিশু বাজেটের বরাদ্ধ বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করেন।

জাতীয় পর্যায়ে শিশু অধিকার সাংবাদিক ফোরামের সভা

শিশু শ্রম নিরসন প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ) পরিচালিত টেলিভিশন এবং প্রিন্ট মিডিয়ার সমন্বয়ে জাতীয় পর্যায়ের ১২জন সাংবাদিক নিয়ে গঠিত শিশু অধিকার সাংবাদিক ফোরাম এর প্রথম সভা ১৫ মে ২০১৬ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় শিশু অধিকার সাংবাদিক ফোরামের ৭জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। সভাটি পরিচালনা করেন বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের প্রোগ্রাম অফিসার আজমী আক্তার। সভায় সাংবাদিকদের শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের প্রোগ্রাম অফিসার হালিমা আক্তার। সভায় শিশু অধিকার পরিস্থিতির ত্রৈমাসিক ডাটা (জানুয়ারী- মার্চ ২০১৬) উপস্থাপন এবং সামগ্রিক শিশু অধিকার পরিস্থিতির উপর আলোচনা, ১২ জুন বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবসে জাতীয় পর্যায়ে শিশুশ্রম বিষয়ক রিপোর্ট করা সহ শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করা হয়।

১২ জুন বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদযাপন

শিশুশ্রম বিরোধী নানান কর্মসূচীর মাধ্যমে ১২ জুন বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস জাতীয় পর্যায়ে উদযাপন করে বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম। এ বছর ১২ জুনের প্রতিপাদ্য ছিল "উৎপাদন থেকে পণ্যভোগ, শিশু শ্রম বন্ধ হোক - সকলের দায়িত্ব"। ১২ জুন বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে পালিত বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম এর কর্মসূচীর মধ্যে ছিল ঃ ৫জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বোপার্জিত স্বাধীনতা চত্বরে শ্রমজীবী শিশুদের রচিত এবং মঞ্চায়িত শিশুশ্রম বিরোধী পথনাটক, ১২ জুন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক প্রেস কনফারেন্স, ১৩-১৪ জুন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী এর চিত্রশালা-২ এ শ্রমজীবী শিশুদের আঁকা চিত্র প্রদর্শনী এবং দেশব্যাপী ১২জুনের পোস্টার ক্যাম্পেইন।

সোশ্যাল এন্ড ইকোনোমিক এনহ্যান্সমেন্ট প্রোগ্রাম (সিপ)

টিডিএইচ- নেদারল্যান্ডস এর সহযোগিতায় কনসোর্টিয়ামের আওতায় সিপ তার ৩টি কর্ম এলাকায় শিশু শ্রম নিরশন বিষয়ক 'এন্ডিং চাইল্ড লেবার ইন বাংরাদেশ (ইসিএলবি)' প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। কর্ম এলাকা গুলি হচ্ছে- ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের অধীনে মিরপুরে ভকেসনাল (টিভিইটি) অংশ; ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেসনের ১৪ ও ২২ নং ওয়ার্ড হাজারীবাগ ট্যানারী অঞ্চল ও ঢাকা-নাবায়ণগঞ্জের সংযোগে নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়ন, পাগলা-শ্যামপুরের শিল্প এলাকা।

ইসিডি: সিপের এই কার্যক্রমের মাধ্যমে হাজারীবাগ ও নারায়গঞ্জের কুতুবপুরে ১৫টি ইসিডি কেন্দ্রে ৪৮০ জন শিশু নিয়মিত বিকাশের পরিচর্যা পাচ্ছে। এই শিশুদের মাসিক উপস্থিতি ৯৩.৩৩%। বয়স অনুপাতে সঠিক ওজন ও উচ্চতার মধ্যে আছে ২%। মোট ৪৫টি (শিশু যত্ন ও লালন পালন বিষয়ে) প্যারেন্টিং সেশন হয়েছে, যাতে গড়ে প্রতি মাসে ৩১১ জন পিতা-মাতা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ, এ বছরের শুরুতেই ৪২৯ জন ইসিডি শেষ করা শিশুকে কর্ম এলাকার বিভিন্ন ফরমাল স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তি করা হয়েছে। এছারা ২টি কর্ম এলাকায়ই শিক্ষকদের নিয়ে একটি করে মাসিক রিফ্রেসার ট্রেনিং হয়েছে; যাতে ক্লাশ পরিচালনা, মাসিক টার্গেট ও বিকাশের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

এনএফই : ঢাকার হাজারীবাগ ও নারায়গঞ্জের কুতুবপুরে ১৩টি এনএফই কেন্দ্রে ৩৩২ জন শ্রমে নিয়োজিত শিশু নিয়মিত উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও অন্যান্য পরিচর্যা পাচ্ছে।এদের মধ্যে ১ম শ্রেণীতে ১৫৯ জন, ২য় শেণনীতে ৬৭ জন, ৩য় শেণীতে ৭৪ জন এবং ৪র্থ শ্রেণীতে ৩২ জন শিশু নিয়মিত স্কুলে আসে। এই শিশুদের মাসিক উপস্থিতির হার ৮৫%। মোট ৩৯টি (শিশু যত্ন, লালন-পালন ও শিশুশ্রমের কুফল) প্যারেন্টিং সেশন হয়েছে, যাতে গড়ে প্রতি মাসে ১৯৩ জন শ্রমজীবী শিশুর পিতা-মাতা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ, এ বছরের শুরুতেই ১৩৫ জন শ্রমজীবী শিশুকে কর্ম এলাকার বিভিন্ন ফরমাল স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তি করা হয়েছে।এবং এরা যাতে স্কুল থেকে ঝড়ে না পরে সেজন্য নিয়মিত ফলোআপ রাখা হচ্ছে। এছারা ২টি কর্ম এলাকায়ই শিক্ষকদের নিয়ে একটি করে মাসিক রিফ্রেসার ট্রেনিং হয়েছে; যাতে ক্লাশ পরিচালনা, মাসিক টার্গেট ও শিশু শ্রমিদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

স্কিল ট্রেনিং : কর্ম এলাকার বিভিন্ন ট্যানারী, কারখানা, ইন্ডাষ্ট্রি বা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমজীবী শিশুদের মধ্য থেকে ৭ জন শিশুকে তাদের কাজের মধ্যেই যাতে আরো ভালো করতে পারে সেজন্য তাদের কর্মরত প্রতিষ্ঠানেই বিষেশ ব্যবস্থায় স্কিল ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সিএলও : ঢাকার হাজারীবাগ ও নারায়গঞ্জের কুতুবপুরে ২টি কর্ম এলাকায় ১টি করে মোট ২টি সিএলও পরিচালিত হচ্ছে। ২টি সিএলও - তে মোট ৪১২ জন শিশু সদস্য রয়েছে। এই সময়ে সিএলও শিশুদের বিভিন্ন বিষয়ে ৩টি মিটিং হয়েছে। পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে দুই এলাকার শিশুরা ২টি ইফতার পার্টির আয়োজন করেছিলো।

সিপ টিভিইটি: টিভিইটি অংশের শিক্ষার্থী ভর্তির বিভিন্ন ধাপের কাজ শেষ পর্যায়ে। প্রিন্সিপালের সাথে আলোচনা করে প্রত্যেক ইনষ্ট্রাক্টর তাদের শিক্ষার্থী চুরান্ত করেছেন। উল্লেখ্য সিপ টিভিইটি-এ কম্পিউটার, এসি-ফ্রিজ, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স এই ৪টি ট্রেডে ১৫ জন করে মোট ৬০ জন শিক্ষার্থী চুড়ান্ত হয়েছে। জুলাই ২০১৬ এর শুরু থেকেই এই শিক্ষার্থীদের ক্লাশ নিয়মিতভাবে চালু হয়ে যাবে।

সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস)

শিশু গৃহকর্মী কার্যক্রম

সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস) এর ৫টি কেন্দ্রে অভিভাবক (Employer) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় মোট ১২২ (৯৮%) জন অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভাসমূহে শিশু অধিকার বাস্তবায়ন, শিশু সুরক্ষা নীতিমালা, শিশুদের শিক্ষা দান, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, শিশুদের জন্য উপযুক্ত খাদ্য ও বস্ত্র প্রদান, নির্যাতন না করা, শিশুদের সাথে ভাল ব্যবহার করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ১০টি কেন্দ্রের শিশু শিক্ষার্থীদের প্রথম সাময়িক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে (২১ থেকে ২৮ এপ্রিল)। সকল শিশু শিক্ষার্থী (১০০%) পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেছে। ১৬ই মে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। ২৪৭ জন (৯৯%) শিক্ষার্থী পরীক্ষায় কৃতকার্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

১৫মে সিপিএমসি-র (Child Protection Monitoring Committee) এক সভা এসএসএস প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ জন সদস্যের মধ্যে ১৬ জন (৭০%) সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় শিশু অধিকার বাস্তবায়ন, নির্যাতন পরিহার, শিক্ষার জন্য সময় প্রদান (যথা সময়ে স্কুলে প্রেরণ), শিশু সুলভ ব্যবহার, ঠিকমত খাবার ও বস্ত্র প্রদান, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

টিভিইটি কার্যক্রম

এসএসএস টিভিইটি তে বর্তমান ইসিএলবি-প্রোগ্রামের সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম তথা ৫টি ট্রেডে প্রশিক্ষণের কাজ রুটিন অনুযায়ী নিয়মিতভাবে

পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে মোট ৭১ জন (৬৮জন ছাত্র+৩জন ছাত্রী) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে।

এসএসএস টিভিইটি-তে ১৫ থেকে ২২ মে পর্যন্ত ৫টি ট্রেডে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নির্ধারিত সিলেবাস ও প্রবিধান অনুসারে মধ্যপর্ব পরীক্ষা-২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত মধ্যপর্ব পরীক্ষায় অটোমোটিভ ট্রেডে ১৩ জন, ওয়েল্ডিং ট্রেডে ১৪ জন, রেফ্রিজারেশন ট্রেডে ১৬ জন, সিভিল কনস্ট্রাকশন ট্রেডে ১৪ জন এবং ইলেকট্রনিক্স ট্রেডে ১৫ জন, সর্বমোট ৭২ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহন করেছে। এছাড়াও ২৪ থেকে ৩০মে পর্যন্ত সকল ট্রেডের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য কম্পিউটার ও ইংলিশ কোর্সের মধ্যপর্ব পরীক্ষা টিভিইটি এর সিলেবাস অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে।

এসএসএস টিভিইটিতে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নির্ধারিত ছক্ অনুযায়ী জাতীয় দক্ষতা মান-৩ এর আওতাধীন ভোকেশনাল ট্রেনিং কার্যক্রমের প্রশিক্ষণার্থিদের প্রশিক্ষণ অগ্রগতি কার্ড এর প্রচলন ও ব্যবহার শুরু করা হয়েছে, যা বোর্ডের প্রয়োজনে ধারাবাহিকভাবে ২০১৬ শিক্ষাবর্ষের (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) জন্য প্রশিক্ষকবৃন্দ নিয়মিতভাবে পূরণ ও সংরক্ষণ করে যাচ্ছেন।

১৬ এপ্রিল বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে ইতিপূর্বে বেসিক কোর্সের অনুমোদনের জন্য আবেদনের প্ররিপ্রেক্ষিতে ৩ সদস্যের একটি পরিদর্শক দল এসএসএস টিভিইটি কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। উক্ত পরিদর্শনের ফলে ৬জুন বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক জাতীয় দক্ষতা মান-বেসিক (৩৬০ ঘন্টা) শিক্ষাক্রমের আওতায় ৭টি কোর্সের অনুমোদন লাভ করেছে। বেসিক কোর্সগুলো হচ্ছে- ১) কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন ২) অটোমেকানিক্স ৩) জেনারেল ইলেক্ট্রিক্যাল ৪) রেফ্রিজারেশন এন্ড এসি ৫) প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিং ৬) ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন ৭) মেশিনিস্ট। টিভিইটিতে আগামী অর্থবছর হতে পিকেএসএফ/এসইআইপি প্রকল্পের মাধ্যমে উক্ত কোর্সগুলো বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে।

ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)

অগ্রগামী শিশু পরিষদের শিশু অধিকার বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

এন্ডিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ কর্মসূচি, ভার্ক অগ্রগামী শিশু পরিষদের সদস্যদের জন্য শিশু অধিকার বিষয়ক এক ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করে। এই ওরিয়েন্টেশন যথাক্রমে গত ২৮ এপ্রিল ২০১৬ শাহীবাগ ভার্ক স্কুল, ১০ মে ২০১৬ গাজির চট ভার্ক স্কুল, ১১ মে ২০১৬ তালবাগ ভার্ক স্কুল ও ২৪ মে ২০১৬ হেমায়েতপুর ভার্ক স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েন্টেশনে অগ্রগামী শিশু পরিষদের কার্যকরী কমিটির ১০২ জন (মেয়ে- ৫২, ছেলে- ৫০) সদস্য অংশগ্রহণ করে। ওরিয়েন্টেশনে সহায়ক ছিলেন মো. জামাল হোসেন কুলীন, সহ-সমন্বয়কারী, এ্যাডভোকেসি এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ও তরুণ কুমার সরকার, কর্মসূচী সংগঠক, এন্ডিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ সেকশন, ভার্ক।

শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ঝুকিঁপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে শিশুরা যাতে সচেতন হয়ে আওয়াজ তুলতে পারে, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়। এই ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ শিশু অধিকার, নীতিমালা, গুচ্ছ ও জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছে এবং সংশিষ্টদের করণীয় বিষয়ে জ্ঞাত হয়েছে।

প্রাক-শৈশব বিকাশ ও উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

ভার্ক-এর উদ্যোগে গত ৩-৫ মে, ২০১৬ প্রাক-শৈশব বিকাশ ও উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ ভার্কের প্রধান

কার্যালয়, সাভারে অনুষ্ঠিত হয়। এই মৌলিক প্রশিক্ষণে অংশ নেন ভার্কের এন্ডিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ কর্মসূচির ইসিডি ও উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের ২২ জন শিক্ষক ও ৩ জন প্রোগ্রাম অর্গানাইজার।

প্রশিক্ষণের মূল বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল - শিশু এবং শিশুর ধরণ ও বৈশিষ্ট্য, প্রারম্ভিক বিকাশ ও প্রয়োজনীয়তা, শিশুরা কখন, কিভাবে এবং কি কি শিখে, শিশুদের শিক্ষা উপযোগী পরিবেশ, শিশু বিকাশের ক্ষেত্র ও বহু বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং গুণাবলী, ক্লাশ ডেকোরেশন, জাতীয় সংগীত ও শপথ পাঠ, জীবন দক্ষতা ও এর উপাদানসমূহ, আনন্দঘন পরিবেশে ক্লাশে পাঠদান ও এর গুরুত্ব, অভিভাবক সভা পরিচালনার কৌশল প্রভৃতি।

তিন দিনব্যাপী এই মৌলিক প্রশিক্ষণটি উদ্বোধন করেন জনাব সুভাষ চন্দ্র সাহা, পরিচালক, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ সেকশন, ভার্ক। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, শিক্ষকদের এই প্রকল্পের যে উদ্দেশ্য রয়েছে তা অনুধাবন করে ইসিডি ও এনএফপিই শিশুদের সাথে কাজ করতে হবে। কাজ করতে গিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা, সাফল্য ও ব্যর্থতা কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষা কেন্দ্রগুলোকে আরো আনন্দময় ও মানসম্পন্ন করে তুলতে হবে।

শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহর সাথে ভার্কের সংলাপ অনুষ্ঠিত

ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশুদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা বলয় সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ১৫ জুন, ২০১৬ সাভার উপজেলা পরিষদ মিলনায়নে উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, সাংবাদিকবৃন্দ, ফ্যাক্টরি ইন্সপেক্টর ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে এন্ডিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ কর্মসূচি, ভার্কের উদ্যোগে 'শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক' এক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। এই সংলাপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ কামরুল হাসান মোল্যা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাভার এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মিসেস রোকেয়া হক, উপজেলা শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটির সভাপতি ও সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান, সাভার উপজেলা পরিষদ। সংলাপে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ভার্কের এন্ডিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ কর্মসূচির সমন্বয়কারী এস. এম. মাসুদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি মডারেট করেন কর্মসূচি ব্যবস্থাপক মো. বাবুল মোড়ল।

সংলাপে বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার সৈয়দ শাহরিয়ার মেনজিস, উপজেলা শিক্ষা অফিসার সরকার আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা খালেদা জাহান, লেবার ইন্সপেক্টর এ.কে.এম সালাহউদ্দিন ও সাভার মডেল থানার এএসআই তাহমিনা হক ও রীপা আক্তার। এ সময়ে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাভারের স্থানীয় সাংবাদিকবৃন্দ, উপজেলার শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটির সদস্যবৃন্দ, উপজেলা অগ্রগামী শিশু পরিষদের সদস্যবৃন্দ।

আলোচকবৃন্দ সংলাপে যে-সুপারিশমালা তুলে ধরেন, তা হলো - ১. সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে কাজ করতে হবে, ২. ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত শিশুর পরিবারকে সামাজিক সুরক্ষাবলয়ে আনতে হবে, ৩. ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত শিশুর পরিবারকে সহজশর্তে ঋণ দেওয়া ও তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, ৪. শিশুদের কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিরাপদ কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা ও ৫. সর্বপরি আইন প্রয়োগের মাধ্যমে শিশুশ্রম নিরসন করা।

সাভারে 'শিশু অধিকার সাংবাদিক ফোরাম' গঠিত

১১ মে, ২০১৬ ভার্কের প্রধান কার্যালয়ে স্থানীয় সাংবাদিকদের নিয়ে এক আলোচনা সভার মাধ্যমে সাভার উপজেলার ঝুকিঁপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন, শিশুদের সুরক্ষা ও শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাংবাদিকদের নিয়ে একটি 'শিশু অধিকার সাংবাদিক ফোরাম' গঠন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে সাভার উপজেলায় কর্মরত বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকা ও টেলিভিশনের ১৯ জন সাংবাদিক, উপজেলা শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটি, অগ্রগামী শিশু পরিষদের প্রতিনিধি ও ভার্কের কর্মকর্তাসহ মোট ২৪ জন অংশগ্রহণ করেন। সাভার উপজেলা শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটির সভাপতি মিসেস রোকেয়া হক এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বাবুল মোড়ল, কর্মসূচি ব্যবস্থাপক এবং 'শিশু অধিকার সাংবাদিক ফোরাম' গঠনের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম উপস্থাপন করেন ভার্ক-এর শিশুশ্রম নিরসন কর্মসূচির সমন্বকারী এস. এম. মাসুদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন ভার্কের প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ সেকসনের পরিচালক জনাব সুভাষ চন্দ্র সাহা।

জনাব তায়েফুর রহমান (সাভার প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি ও দৈনিক কালের কণ্ঠের সাভার প্রতিনিধি) কে আহবায়ক , মিঠুন সরকার (সাভার প্রেস ক্লাবের সাধারন সম্পাদক ও ৭১ টেলিভিশনের সাভার প্রতিনিধি) ও শেফালী মিতু (আশুলিয়া প্রেস ক্লাবের সাধারন সম্পাদক, বাংলাভিশন ও মানব কণ্ঠের সাভার প্রতিনিধি) কে যুগ্ম আহবায়ক করে ১৭ সদস্যের 'শিশু অধিকার সাংবাদিক ফোরাম' গঠন করা হয়।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য সাংবাদিকবৃন্দ হলেন যথাক্রমে জনাব তুহিন খান (সভাপতি, সাভার প্রেস ক্লাব ও দৈনিক ইত্তেফাক -এর সাভার প্রতিনিধি), রাশেদ আহমেদ (নিউ এজ), সৌমিত্র মানব (জনকণ্ঠ), মো. আজিমউদ্দিন (জি-টিভি), এস. এম. সবুজ (দৈনিক করতোয়া), সেলিম আহমেদ (দৈনিক ইনকিলাব), সুজন হাসান

(দৈনিক ফুলকি), ফাহাদ-ই-আজম (এশিয়ান টিভি), মো. রুপোকুর রহমান (বিএসএস ও এসএ টিভি), চন্দন কুমার রায় (দৈনিক জ্বালাময়ী), সৈয়দ হাসিব (আমাদের সময়) প্রমূখ।

শ্রমজীবী শিশুদের নিয়ে সামাজিকরণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত

৫ মার্চ, ২০১৬ ডগরমোড়া শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটির (সিপিএমসি) উদ্যোগে ডগরমোড়া, শাহীবাগ ও মজিদপুর ভার্ক স্কুলের শিশুদের নিয়ে ডগরমোড়া খান বাগান বাড়িতে শিশুদের আপ্যায়ন, বিনোদন ও সামাজিকরণের লক্ষে এক সমাবেশের (পিকনিক) আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে এন্ডিং চাইল্ড লেবার কর্মসূচির ৪টি শিক্ষাকেন্দ্রের মোট ১২০ জন শ্রমজীবী শিশু অংশগ্রহন করে। এ ছাড়া, সিপিএমসি'র সদস্যগণ, স্থানীয় কাউন্সিলর, ভার্কের কর্মীবৃন্দ ও অন্যান্য অতিথিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সকাল ৯টা থেকে শিশুদের এই সমাবেশ শুরু হয় এবং এটা চলে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। শিশুরা সকাল থেকেই বিভিন্ন খেলাধুলা, নাচ-গান, আবৃত্তি প্রভৃতি বিনোদনে অংশগ্রহণ করে। দুপুরে আয়োজক ও উপস্থিত অতিথিরা নিজ হাতে শিশুদের উন্নত খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করেন। পরে অতিথিসহ অন্যান্যরা খাবার গ্রহণ করেন। আপ্যায়ন পর্ব শেষে উপস্থিত অতিথি ও শিশুদের মধ্যে খেলাধুলার প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিশুরা ও স্থানীয় উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী গান পরিবেশন করে। পরিশেষে বিজয়ী শিশু ও অতিথিদের পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

সাভার উপজেলা শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটির ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত

২৬ মে, ২০১৬ ভার্কের প্রধান কার্যালয়ে সাভার উপজেলা শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটির (সিপিএমসি) ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সিপিএমসির সভাপতি সিসেম রোকেয়া হক। কমিটির সদস্য ও ভার্কের এন্ডিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ কর্মসুচির কর্মীসহ মোট ২৫জন উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

উলে-খ্য যে, সাভার উপজেলা শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটির অধিনে এলাকাভিত্তিক ১০টি শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটি (সিপিএমসি) রয়েছে। এই এলাকাগুলো হলো যথাক্রমে সাভারের হেমায়েতপুর, রাজফুলবাড়ীয়া, ব্যাংক টাউন, আনন্দপুর, তালবাগ, ডগরমোড়া, মজিদপুর, আড়াপাড়া, নবীনগর ও বাইপাইল। এই এলাকাভিত্তিক সিপিএমসিগুলোতেও ১৫ মে, ২০১৬ থেকে ২৯ মে, ২০১৬ তারিখের মধ্যে ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাগুলোতে মোট ১৬৭ সদস্য (পুরুষ-১১২ ও নারী ৫৫) অংশগ্রহণ করেন।

শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটির (সিপিএমসি) সভায় যেসব বিষয় আলোচনা করা হয়, তা হলো - এলাকার শিশু নির্যাতন পরিস্থিতি, বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদ্‌যাপন, গত ত্রৈমাসিক কর্ম-পরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা, পরবর্তী ৩ মাসের কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি, ফিল্ড ভিজিট শেয়ারিং, ভার্ক শিক্ষাকেন্দ্রের বর্তমান অবস্থা ও অর্ধ-বার্ষিকী পরীক্ষা বিবিধ।

সাভার এলাকায় শিশুশ্রম নিরসন, শিশুর প্রতি শোষণ-নির্যাতন প্রতিরোধে ও সর্বোপরি শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় সাভার উপজেলা শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটি ও এলাকাভিত্তিক শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটির মোট ১৮১জন সদস্য ২০১২ থেকে ভার্কের সাথে সহায়ক শক্তি হিসেবে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে আসছে।

শিশু সুরক্ষা বিষয়ে সাভার পৌরসভার সাথে ভার্কের সংলাপ অনুষ্ঠিত

২৩ জুন, ২০১৬ সাভার পৌরসভার সভাকক্ষে পৌরসভার সাথে শিশু সুরক্ষা বিষয়ে ভার্কের শিশুশ্রম নিরসন কর্মসূচির এক সংলাপ অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটির সভাপতি মিসেস রোকেয়া হকের সভাপতিত্বে এই সংলাপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাভার পৌরসভার মেয়র আলহাজ্ব মো. আবদুল গনি।

সাভার পৌরসভার মহিলা ও শিশু বিষয়ক কমিটির সদস্যসহ অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাভার পৌরসভার কাউন্সেলরবৃন্দ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক কমিটির সভাপতি ডারফিন আক্তার, উপজেলার

শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটির সদস্যবৃন্দ, উপজেলা অগ্রগামী শিশু পরিষদ-এর সদস্যবৃন্দ। সংলাপের শুরুতেই শিশুদের সামাজিক সুরক্ষা বলয় সৃষ্টি বিষয়ে আলোচনাপত্র তুলে ধরেন ভার্কের এন্ডিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ কর্মসূচির সমন্বয়কারী এস. এম. মাসুদুল ইসলাম এবং শিশু সুরক্ষা বিষয়ে সংলাপ সঞ্চালন করেন কর্মসূচি ব্যবস্থাপক মো. বাবুল মোড়ল।

সাভার পৌরসভার মেয়র আলহাজ্ব মো. আবদুল গনি বলেন, শিশু সুরক্ষা বিষয়ে যা কিছু করণীয় আছে, তা সাভার পৌরসভার মহিলা ও শিশু বিষয়ক কমিটি ও ভার্ক মিলেমিশেই করবে, এ বিষয়ে সাভার পৌরসভার সার্বিক সহযোগিতা থাকবে। শিশুদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা বলয় তৈরি করা সরকার ও প্রতিটি সামাজিক সংগঠনেরই দায়িত্ব। শিশুশ্রম নিরসনে সাভার পৌরসভায় কাজ করার জন্য তিনি ভার্ক ও দাতা সংস্থা টিডিএইচ-নেদারল্যান্ডসকে ধন্যবাদ জানান।

ইউনাইটেড ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভস ফর প্রোগ্রামড এ্যাকশনস (উদ্দীপন)

দরিদ্র ও উদ্দমী শিশু-কিষোরদের কারিগরী জ্ঞান ও শিক্ষা প্রদান তথা তাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উদ্দীপন টিভেট কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। শিশু-কিষোরদের নিকট জনপ্রিয় উদ্দীপনের এই টিভেট কর্মসূচির আওতায় সম্পাদিত কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

৩য় ব্যাচের শিক্ষার্থীদের চুড়ান্ত পরীক্ষা ও ফলাফলঃ ৩য় ব্যাচের শিক্ষার্থীদের চুড়ান্ত পরীক্ষা মার্চ মাসে সম্পন্ন করে (২০ - ২৪ মার্চ) সম্পন্ন করে তার ফলাফল ২এপ্রিল প্রকাশ করা হয়। ভর্তিকৃত ৭৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ০৫ জন বিভিন্ন কারণে ড্রপ আউট হয় এবং ৭০ জন (৯৭%) শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে এবং সকলেই কৃতকার্য হয়।

চতুর্থ ব্যাচে শিক্ষার্থী ভর্তি

ভর্তি প্রচারণা এবং ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার মাধ্যমে এনডিং চাইল্ড লেবার প্রোগ্রাম / শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ০৫টি ট্রেডে (ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স ও ওয়েল্ডিং- ১বছর মেয়াদী এবং ইন্ডাট্রিয়াল সুইং লেদার ও ইন্ডাট্রিয়াল সুইং গার্মেন্টস- ০৯মাস মেয়াদী) মোট ৭৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয় এবং ৩এপ্রিল থেকে চতুর্থ ব্যাচের ক্লাস শুরু করা হয়।

৩য় ব্যাচের শিক্ষার্থীদের ইন্টার্ণশীপ

৩য় ব্যাচের ০৫টি ট্রেডের শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক কোর্স সম্পন্ন করার পর তাদের ১এপ্রিল থেকে ৩মাস মেয়াদী ইন্টার্ণশীপ/ইন্ডাট্রিয়াল কোর্স সম্পন্ন করার জন্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্বনামধন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে অন অনারেরিয়ামের ভিত্তিতে এটাচমেন্টে/জব দেওয়া হয়।

চতুর্থ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের অভিভাবক সভা

শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদেরকে উদ্দীপন এবং উদ্দীপন টিভেট কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য এবং শিক্ষার্থীদের নিয়মিত এবং সময়মত ক্লাসে উপস্থিতি, তাদের জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন, খাদ্য, স্বাস্থ্য সচেতনতা, চাকুরীর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি এবং তাদের /শিক্ষার্থীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষে মে/১৬ ইং তে (১০.০৫.২০১৬ - ১৭.০৫.২০১৬) চতুর্থ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের নিয়ে ট্রেড প্রতি ০১টি করে মোট ০৫টি অভিভাবক সভা সম্পন্ন করা হয়। সভাগুলিতে ৭৫ জন অভিভাবকের মধ্যে ৭৪ জন অভিভাবক (প্রায় শতভাগ) উপস্থিত ছিলেন।

নিয়োগদাতা সভা

নিয়োগদাতাদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং ইন্ডাস্ট্রি গুলিতে আমাদের শিক্ষার্থীদের চাকুরীর বাজার সৃষ্টি করার লক্ষ্যে নিয়োগদাতাদের নিয়ে ২৫মে ০১টি নিয়োগদাতা সভা সম্পন্ন করা হয়। সভায় ম্যাফ সুজ লিঃ এর ডিজিএম, এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স মিঃ আতাউর রহমান, প্রধান অতিথি এবং গাজী ওয়্যারস লিঃ এর প্রাক্তন এমডি, বিশিষ্ট সমাজ সেবক মিঃ এস বি ই জানে আলম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে নিয়োগদাতাগন প্রত্যেকটি ট্রেড ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং ট্রেডের চলমান শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করেন। সভায় ৩৩জন নিয়োগদাতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেক্ষেত্রে ২৯ জন (৮৭%) এমপ্লোয়ারস/নিয়োগদাতা উপস্থিত ছিলেন।

এক্স গ্রাজুয়েট এ্যান্ড কারেন্ট গ্রাজুয়েট রি-ইউনিয়ন

শিক্ষার্থীদের ইন্ডাষ্ট্রিতে কাজ করা সময়ের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্যএক্স গ্রাজুয়েট এ্যান্ড কারেন্ট গ্রাজুয়েটদের নিয়ে ৩জুন একটি রি-ইউনিয়ন সভা করা হয়। সভায় গ্রাজুয়েটদের পক্ষ থেকে কয়েকজন তাদের কাজ করা সময়ের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন এবং কারেন্ট গ্রাজুয়েটদের অনেক পরামর্শ প্রদান করেন। সভায় মোট ৯৪ জন (ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স ও ওয়েল্ডিং - ২য়ব্যাচ এবং ইন্ডাট্রিয়াল সুইং লেদার ও ইন্ডাট্রিয়াল সুইং গার্মেন্টস- ১ম ও ২য় ব্যাচ) শিক্ষার্থীকে উদ্দীপন কর্তৃক কোর্স সমাপনী সনদপত্র প্রদান করা হয়। সভায় ম্যাফ সুজ লিঃ এর ডিজিএম, এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স মিঃ আতাউর রহমান, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ট্রেড মডিউল রিভিউ

১৬ ফেব্রুয়ারি এসএসএস টিভেট সেন্টার টাঙ্গাইলে কমন মডিউল এবং মডিউল কনটেন্ট বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উদ্দীপন টিভেট এর প্রিন্সিপাল মোঃ আজাহার আলী সরকার, এসএসএস এর প্রিন্সিপাল বিরেশ চন্দ্র পাল এবং সীপ টিভেট এর প্রজেক্ট ম্যানেজার জাহাঙ্গীর আলম উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় এসএসএস-এর পক্ষ থেকে ইলেকট্রনিক্স এবং ওয়েল্ডিং, সীপের পক্ষ থেকে ইলেকট্রনিক্স এবং গার্মেন্টস, উদ্দীপনের পক্ষ থেকে ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ওয়েল্ডিং, গার্মেন্টস, ইংলিশ এবং কম্পিউটার নিয়ে আলোচনা করে কমন কনটেন্ট নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তিতে উদ্দীপনকে কমন মডিউল করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সেই আলোকে উদ্দীপন টিভেট সেন্টারের পক্ষ থেকে ১. ইলেকট্রিক্যাল ২. ইলেকট্রনিক্স ৩. ওয়েল্ডিং এ্যান্ড ফেব্রিকেশন ৪. ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সুইং গার্মেন্টস ৫. ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সুইং লেদার ৬. ইংলিশ ৭. কম্পিউটার ৮. লাইফ স্কীল ৯. অকুপেশনাল হেল্থ এ্যান্ড সেফটি (অস) ১০. গনিত মোট ১০ টি মডিউল মোটামুটিভাবে সম্পন্ন করে উদ্দীপনের এসিস্টেন্ট ডিরেক্টর এবং টিভেট প্রধান ড. এস এম শহীদুল্লাহর নিকট পাঠানো হয়। কার্যক্রমটি শতভাগ নির্ভুল করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

সম্পাদকীয় পরিষদ
এহসানুল হক, টিডিএইচ-এনএল
আবদুছ সহিদ মাহমুদ, বিএসএএফ
ইফতেখার আহমেদ খান, ইসিএলবি

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ)
বাড়ি # ৪২/৪৩ (লেভেল # ২), রোড # ২
জনতা কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি, রিং রোড, আদাবর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন # (পিএবিএক্স) +৮৮-০২-৯১১৬৪৫৩, ফ্যাক্স # +৮৮-০২-৯১১০০১৭
E-mail: bsaf@bdcom.net; info@bsafchild.net Web: www.bsafchild.net

আর্থিক সহযোগিতায়
terre des hommes
stops child exploitation